দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 DEC 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২৫ কলাম ... ৪ ...

জবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন স্থগিত

প্রধান নির্বাচন কমিশনের প্রতি নীল ও সাদা দলের অনাস্থা

■ মাহবুব রনি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দল এবং বিএনপি সমর্থিত সাদা দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্যানেলের সদস্যদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়। কিন্তু একটি মহলের পছন্দের প্রার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে প্যানেল জমা দিতে না পারায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা পদত্যাগ করেছেন।

শিক্ষক সমিতির নির্বাচন তফসিল (সংশোধিত) সূত্রে জানা যায়, আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ছয় ডিসেম্বরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ সময়সীমা ছিল ৯ ডিসেম্বর দুপুর দেড়টা পর্যন্ত। সমিতির কার্যকরী পরিষদের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের পদসহ ১৫টি পদের বিপরীতে নীল দল এবং সাদা দল থেকে প্রতিটি পদের বিপরীতে একজন করে মোট ৩০ জন প্রার্থী নির্ধারিত সময়ে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। ৯ ডিসেম্বর বিকাল সোয়া তিনটায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. অরুণ কুমার গোস্বামী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ মনোনয়নপত্রগুলো জমা পড়ার বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়।

কিন্তু দেড় ঘণ্টা পর বিকাল চারটা ৪৪ মিনিটে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলে একটি বিজ্ঞপ্তি দেন অরুণ কুমার গোস্বামী।

এ প্রসঙ্গে নীল দল থেকে মনোনীত সভাপতি পদপ্রার্থী এবং সমিতির বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক মো. সেলিম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে, নির্বাচন স্থগিত করতে হবে। মূলত ড. অরুণ কুমার গোস্বামী একটি বিশেষ মহলকে সুবিধা দিতে নীতিবহির্ভূত ভাবে নির্বাচন স্থগিত করেছেন। তার বিরুদ্ধে আমরা অনাস্থা জানিয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহীনুজ্জামানও সমিতির সভাপতির কাছে লেখা এক চিঠিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় বলে তাকে অপসারণের দাবি জানান।

এদিকে নির্বাচন স্থগিত করায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কমিশনের অন্য সদস্যরা। কমিশনের পদ থেকে তারা পদত্যাগ করেছেন। সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের কাছে দেয়া এক চিঠিতে কমিশনের সদস্য মো. হুগীর হোসেন খন্দকার, ড. মো. আবদুল আলীম এবং সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, বিষয়টি আমাদের নিকট অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক।

এ বিষয়ে জানতে ড. অরুণ কুমার গোস্বামীর সঙ্গে মোবাইলে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।